রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ১১ ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৫ পৌষ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/০৯ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং-০৬-আইন/২০২৪।—সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৫৯ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪০(২) অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

১। **শিরোনাম।**—এই বিধিমালা ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০২৪ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় কিংবা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) ''কমিশন'' অর্থ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন;

(খ) ''তফসিল'' অর্থ এই বিধিমালার তফসিল;

(গ) ''নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ'' অর্থ সরকার বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত যে কোনো কর্মচারী;

(ঘ) ''পদ'' অর্থ তফসিলে উল্লিখিত কোনো পদ;

(ঙ) ''প্রয়োজনীয় যোগ্যতা'' অর্থ কোনো পদে নিয়োগের জন্য তফসিলে উল্লিখিত যোগ্যতা;

মূল্য : টাকা ১২.০০

(চ) "বিভাগীয় প্রার্থী" অর্থ এইরূপ সকল কর্মচারীকে বুঝাইবে যাহারা একই লাইনের এবং একই প্রতিষ্ঠানের চাকরিতে কমপক্ষে ২ (দুই) বৎসর স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে নিয়োজিত আছেন এবং বিজ্ঞাপিত পদে পদোন্নতি বা সরাসরি নিয়োগের জন্য যোগ্য, তবে তাহাদের সরকারি চাকরিতে প্রথম নিয়োগের সময় বয়সসীমা সরাসরি নিয়োগের জন্য নির্ধারিত বয়সসীমার মধ্যে থাকিতে হইবে;

(ছ) ''শিক্ষানবিশ'' অর্থ কোনো পদে শিক্ষানবিশ হিসাবে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি;

(জ) "সিজিপিএ" অর্থ Cumulative Grade Point Average (CGPA);

(ঝ) ''স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়'' বা ''স্বীকৃত বোর্ড'' অর্থ আপাতত বলবৎ কোনো আইনের দ্বারা বা আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড এবং এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, সরকার কর্তৃক স্বীকৃত বলিয়া ঘোষিত অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ডও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩। **নিয়োগ পদ্ধতি।**—(১) তফসিলের বিধান অনুযায়ী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৯(৩) অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সংরক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলি সাপেক্ষে, কোনো পদে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে নিয়োগ করা যাইবে, যথা:—

(ক) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে;

(খ) পদোন্নতির মাধ্যমে; এবং

(গ) প্রেষণে বদলির মাধ্যমে।

(২) কোনো ব্যক্তিকে কোনো পদে নিয়োগ করা যাইবে না যদি তজ্জন্য তাহার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকে এবং, সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, তাহার বয়স উক্ত পদে নিয়োগের জন্য তফসিলে বর্ণিত বয়সসীমার মধ্যে না হয়।

৪। **সরাসরি নিয়োগ।**—(১) কমিশনের সুপারিশ ব্যতিরেকে কমিশনের আওতাভুক্ত কোনো পদে কোনো ব্যক্তিকে সরাসরি নিয়োগ করা যাইবে না।

(২) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত বাছাই কমিটি বা নির্বাচন কমিটির সুপারিশ গ্রহণপূর্বক কমিশনের আওতা বহির্ভূত কোনো পদে সরাসরি নিয়োগ করা যাইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত বাছাই কমিটি বা নির্বাচন কমিটি মৌখিক ও লিখিত পরীক্ষার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পদে নিয়োগের সুপারিশ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ২০তম গ্রেডভুক্ত কোনো পদে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে কিনা তাহা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করিবে।

(৪) কোনো পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য কোনো ব্যক্তি যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না, যদি তিনি—

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন অথবা বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা না হন অথবা বাংলাদেশের ডমিসাইল না হন; এবং

(খ) এইরূপ কোনো ব্যক্তিকে বিবাহ করেন অথবা বিবাহ করিবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন যিনি বাংলাদেশের নাগরিক নহেন।

(৫) কোনো পদে সরাসরি নিয়োগ করা যাইবে না, যদি—

(ক) এতদুদ্দেশ্যে বাছাইকৃত ব্যক্তির স্বাস্থ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক গঠিত মেডিকেল বোর্ড অথবা, ক্ষেত্রবিশেষে, তৎকর্তৃক মনোনীত কোনো মেডিকেল অফিসার এই মর্মে প্রত্যয়ন না করেন যে, উক্ত ব্যক্তি স্বাস্থ্যগতভাবে অনুরূপ পদে নিয়োগযোগ্য এবং তিনি এইরূপ কোনো দৈহিক বৈকল্যে ভুগিতেছেন না, যাহা সংশ্লিষ্ট পদের দায়িত্ব পালনে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে; এবং

(খ) এতদুদ্দেশ্যে বাছাইকৃত ব্যক্তির পূর্ব কার্যকলাপ যথাযোগ্য এজেন্সির মাধ্যমে তদন্ত না হইয়া থাকে অথবা, তদন্ত হইলে, তদন্তের ফলে দেখা যায় যে, প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নিযুক্তির জন্য তিনি উপযুক্ত নহেন।

(৬) কোনো ব্যক্তিকে কোনো পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা যাইবে না, যদি তিনি—

(ক) উক্ত পদের জন্য কমিশন কর্তৃক বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দরখাস্ত আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ফি'সহ যথাযথ ফরম ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে দরখাস্ত দাখিল না করেন; এবং

(খ) সরকারি চাকরি কিংবা কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকরিতে নিয়োজিত থাকিলে, স্বীয় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দরখাস্ত দাখিল না করেন।

(৭) সরকারি চাকরি বা কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকরিতে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে আবেদন করিয়া নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে উক্ত নিয়োগ নব নিয়োগ হিসাবে গণ্য হইবে এবং তাহার পূর্ব চাকরিকাল শুধু পেনশন ও বেতন সংরক্ষণের জন্য গণনাযোগ্য হইবে এবং জ্যেষ্ঠতা বা অন্য কোনো আর্থিক সুবিধাদির জন্য উক্ত কর্মকাল গণনাযোগ্য হইবে না।

৫। **পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ**।—(১) এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটি বা নির্বাচন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে একই তফসিলভুক্ত পদ হইতে অনুরূপ তফসিলের অন্য কোনো পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ১৩তম গ্রেড হইতে ১৬তম গ্রেডের কোনো পদ হইতে ১০ম গ্রেড হইতে ১২তম গ্রেডের কোনো পদে এবং ১০ম গ্রেড হইতে ১২তম গ্রেডের কোনো পদ হইতে ৯ম গ্রেড বা তদুর্ধ্ব গ্রেডের কোনো পদে কমিশনের সুপারিশ ব্যতিরেকে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ করা যাইবে না।

(২) যদি কোনো ব্যক্তির চাকরির বৃত্তান্ত সন্তোষজনক না হয়, তাহা হইলে তিনি কোনো পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের জন্য যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না।

(৩) অস্থায়ী কোনো পদে এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী পদোন্নতি প্রদান করা যাইবে, তবে উক্ত পদোন্নতি অস্থায়ী হইবে এবং সংশ্লিষ্ট পদ স্থায়ী হইলে উক্ত পদোন্নতি স্থায়ী হইবে।

৬। **শিক্ষানবিশ**।—(১) স্থায়ী শূন্য পদের বিপরীতে কোনো পদে নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তিকে শিক্ষানবিশ স্তরে—

(ক) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, স্থায়ী নিয়োগের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসরের জন্য; এবং

(খ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, এইরূপ নিয়োগের তারিখ হইতে ১ (এক) বৎসরের জন্য নিয়োগ করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া কোনো শিক্ষানবিশের শিক্ষানবিশির মেয়াদ এইরূপ বৃদ্ধি করিতে পারিবে যাহাতে বর্ধিত মেয়াদ সর্বসাকুল্যে ২ (দুই) বৎসরের অধিক না হয়।

(২) যেক্ষেত্রে কোনো শিক্ষানবিশের শিক্ষানবিশির মেয়াদ চলাকালে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ মনে করিয়া থাকে যে, তাহার আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক নহে, কিংবা তাহার কর্মদক্ষ হইবার সম্ভাবনা নাই, সেইক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ—

(ক) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশের চাকরির অবসান ঘটাইতে পারিবে; এবং

(খ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, তাহাকে যে পদ হইতে পদোন্নতি প্রদান করা হইয়াছিল সেই পদে প্রত্যাবর্তন করাইতে পারিবে।

(৩) শিক্ষানবিশির মেয়াদ, বর্ধিত মেয়াদ থাকিলে তাহাসহ, সম্পূর্ণ হইবার পর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ—

(ক) যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, শিক্ষানবিশির মেয়াদ চলিবারকালে কোনো শিক্ষানবিশের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক, তাহা হইলে উপ-বিধি (৪) এর বিধান সাপেক্ষে, তাহাকে চাকরিতে স্থায়ী করিবে এবং স্থায়ী শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি চাকরিতে যোগদানের তারিখ হইতে চাকরিতে স্থায়ী হইবেন; এবং

(খ) যদি মনে করে যে, উক্ত মেয়াদকালে শিক্ষানবিশের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক ছিল না, তাহা হইলে—

(অ) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, তাহার চাকরির অবসান ঘটাইতে পারিবে; এবং

(আ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, তাহাকে যে পদ হইতে পদোন্নতি প্রদান করা হইয়াছিল সেই পদে প্রত্যাবর্তন করাইতে পারিবে।

(৪) কোনো শিক্ষানবিশকে কোনো নির্দিষ্ট পদে স্থায়ী করা যাইবে না যতক্ষণ না, সরকারি আদেশবলে, সময়ে সময়ে, যে পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, সেই পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যে সকল কর্মচারীর বয়স ৫০ (পঞ্চাশ) বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে, সেই সকল কর্মচারীকে শিক্ষানবিশকাল শেষ হইবার ১ (এক) বৎসরের মধ্যে স্থায়ী হইবার ক্ষেত্রে বর্ণিত পরীক্ষা বা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিতে হইবে না।

(৫) অস্থায়ীভাবে সৃজিত পদে অস্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি শিক্ষানবিশ হিসাবে গণ্য হইবেন, তবে অস্থায়ী পদ যে তারিখে স্থায়ী হইবে সেই তারিখ হইতে উক্ত ব্যক্তির চাকরি স্থায়ী হইবে।

৭। **বিশেষ বিধান**।—তফসিলে উল্লিখিত কোনো পদ পূরণের ক্ষেত্রে সরাসরি ও পদোন্নতির কোটা বিভাজনের ক্ষেত্রে কোনো ভগ্নাংশ দেখা দিলে উভয় কোটার ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যা হিসাবে পদোন্নতির কোটার সহিত যুক্ত করিতে হইবে।

৮। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) নাবিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০০৩, অতঃপর উক্ত বিধিমালা বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত বিধিমালার অধীন—

(ক) গৃহীত কোনো কার্য বা কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকিলে উক্ত কার্য বা কার্যধারা, এই বিধিমালার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এই বিধিমালার অধীন নিষ্পন্ন করিতে হইবে; এবং

(খ) গৃহীত বা কৃত কার্যক্রম এই বিধিমালার অধীন গৃহীত বা কৃত বলিয়া গণ্য হইবে।

তফসিল

[বিধি ২(খ) দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫
১।	প্রিন্সিপাল	৪৫ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতি যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** চীফ নটিক্যাল ইন্সট্রাক্টর অথবা চীফ ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সট্রাক্টর পদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরিসহ দ্বিতীয় শ্রেণির ডেক অফিসার অথবা দ্বিতীয় শ্রেণির ইঞ্জিনিয়ার অফিসার সার্টিফিকেট। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** মাষ্টার মেরিনার বা চীফ ইঞ্জিনিয়ার অফিসার সার্টিফিকেট প্রাপ্তির পর মাষ্টার বা চীফ ইঞ্জিনিয়ার পদে অন্যূন ১ (এক) বৎসরের চাকরিসহ সমুদ্রগামী জাহাজে মোট ৩ (তিন) বৎসরের চাকরি।
২।	চীফ নটিক্যাল ইন্সট্রাক্টর	৪৭ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতি যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** নটিক্যাল ইন্সট্রাক্টর বা ইন্সট্রাক্টর (সীম্যানশীপ) পদে অন্যূন ৬ (ছয়) বৎসরের চাকরি। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** দ্বিতীয় শ্রেণির ডেক অফিসার সার্টিফিকেট থাকিতে হইবে।
৩।	চীফ ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সট্রাক্টর	৪৭ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতি যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সট্রাক্টর বা ইন্সট্রাক্টর (মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং) পদে অন্যূন ৬ (ছয়) বৎসরের চাকরি । **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** দ্বিতীয় শ্রেণির ইঞ্জিনিয়ার অফিসার সার্টিফিকেট থাকিতে হইবে।

১	২	৩	৪	৫
৪।	নটিক্যাল ইন্সট্রাক্টর	৪৭ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতি যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** ইন্সট্রাক্টর (সীম্যানশীপ) পদে অন্যূন ০৩ (তিন) বৎসরের চাকরি। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** অন্যূন তৃতীয় শ্রেণির ডেক অফিসার সার্টিফিকেটসহ ২ (দুই) বৎসরের চাকরি অথবা বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সীম্যানশীপ বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত লেফটেনেন্ট বা সাব লেফটেনেন্টগণের মধ্য হইতে।
৫।	ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সট্রাক্টর	৪৭ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতি যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** ইন্সট্রাক্টর (মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং) পদে অন্যূন ০৩ (তিন) বৎসরের চাকরি। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** অন্যূন তৃতীয় শ্রেণির ইঞ্জিনিয়ার অফিসার সার্টিফিকেটসহ ২ (দুই) বৎসরের চাকরি অথবা বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত লেফটেনেন্ট/সাব-লেফটেনেন্টগণের মধ্য হইতে।
৬।	ইন্সট্রাক্টর (সীম্যানশীপ)	৪৭ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে, তবে সরাসরি নিয়োগের জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে প্রেষণে বদলীর মাধ্যমে।	**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** অন্যূন তৃতীয় শ্রেণির ডেক অফিসার সার্টিফিকেট থাকিতে হইবে। **প্রেষণে বদলীর ক্ষেত্রে:** সংশ্লিষ্ট বিভাগের সমপদমর্যাদা ও যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে।
৭।	ইন্সট্রাক্টর (মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং)	৪২ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে, তবে সরাসরি নিয়োগের জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে প্রেষণে বদলীর মাধ্যমে।	**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে:** অন্যূন ৩য় শ্রেণির ইঞ্জিনিয়ার অফিসার সার্টিফিকেট থাকিতে হইবে। **প্রেষণে বদলীর ক্ষেত্রে:** সংশ্লিষ্ট বিভাগের সমপদমর্যাদা ও যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে।

১	২	৩	৪	৫
৮।	ইন্সট্রাক্টর (পিটি)	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ৩০ বৎসর, তবে নৌ-বাহিনী বা বিমান বাহিনী বা সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে ৪০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) শারীরিক শিক্ষা বিষয়ে স্নাতকসহ বিপিএড ডিগ্রী; অথবা (খ) ফিজিক্যাল ট্রেনিং ও প্যারেডে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নৌ-বাহিনী বা সেনাবাহিনী বা বিমান বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত চীফ পেটি অফিসার (সিপিও) পদধারীদের মধ্য হইতে।
৯।	শিক্ষক (গণিত)	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গণিত বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণির বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক ডিগ্রি এবং ব্যাচেলর অব এডুকেশন (বিএড) ডিগ্রী অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর বা সমমানের সিজিপি-তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
১০।	ইলেকট্রনিক্স ইন্সট্রাক্টর	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং এ স্নাতক সনদপ্রাপ্ত অথবা স্বীকৃত পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট হইতে ইলেকট্রনিক্স বিষয়ে ৪ (চার) বৎসর মেয়াদী ডিপ্লোমা ডিগ্রি।
১১।	ইলেকট্রিক্যাল ইন্সট্রাক্টর	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ স্নাতক সনদপ্রাপ্ত অথবা স্বীকৃত পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট হইতে ইলেকট্রিক্যাল বিষয়ে ৪ (চার) বৎসর মেয়াদী ডিপ্লোমা ডিগ্রি।
১২।	প্রধান সহকারী	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**পদোন্নতির ক্ষেত্রেঃ** হিসাবরক্ষক-কাম-কোষাধ্যক্ষ পদে অন্যূন ৬(ছয়) বৎসরের চাকরি। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রেঃ** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক ডিগ্রি।

১	২	৩	৪	৫
১৩।	ওয়ার্কশপ ফোরম্যান	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	কোনো স্বীকৃত পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট হইতে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ০৪ (চার) বৎসর মেয়াদী ডিপ্লোমা ডিগ্রি।
১৪।	ক্যাটারিং ইন্সট্রাক্টর	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতকসহ অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে ক্যাটারিং বিষয়ে প্রশিক্ষণের সনদসহ অন্যূন ২ (দুই) বৎসরের ক্যাটারিং কাজের অভিজ্ঞতা; অথবা (খ) স্নাতকসহ সমুদ্রগামী জাহাজে চীফ ষ্টুয়ার্ড বা চীফ কুক হিসাবে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতা।
১৫।	মেডিক্যাল সহকারী	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ইন্সটিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি হইতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদী ডিপ্লোমা ডিগ্রি।
১৬।	শিক্ষক (ইংরেজী)	৩০ বৎসর, তবে বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা ৪০ বৎসর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইংরেজী বিষয়সহ স্নাতক ডিগ্রি এবং ব্যাচেলর অব এডুকেশন (বিএড) ডিগ্রি অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
১৭।	হিসাব রক্ষক-কাম-কোষাধ্যক্ষ	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতি যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রেঃ** (ক) কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক ডিগ্রি; (খ) কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা।

১	২	৩	৪	৫
১৮।	ফায়ার ফাইটিং সহকারী	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক ডিগ্রি; (খ) অনুমোদিত ফায়ার প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হইতে ৬ (ছয়) মাস মেয়াদী ফায়ার সেফটি ম্যানেজার কোর্স সনদপ্রাপ্ত; এবং (গ) সংশ্লিষ্ট কাজে ১ (এক) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।
১৯।	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সংযুক্ত অধিদপ্তর, পরিদপ্তর এবং দপ্তরের কমন পদ নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী।		
২০।	ষ্টোর কিপার	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। (খ) কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা।
২১।	ড্রাইভার (হেভী)	সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী।		
২২।	দপ্তরী	মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সংযুক্ত অধিদপ্তর, পরিদপ্তর এবং দপ্তরের কমন পদ নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী।		
২৩।	অফিস সহায়ক	মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সংযুক্ত অধিদপ্তর, পরিদপ্তর এবং দপ্তরের কমন পদ নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী।		
২৪।	নিরাপত্তা প্রহরী	অবসর, পদত্যাগ, মৃত্যু বা অন্য কোনো কারণে কোনো পদ শূন্য হইলে অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত "আউটসোসিং (Outsourcing) প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ নীতিমালা, ২০১৮" অনুযায়ী শূন্য পদ পূরণ করিতে হইবে।		

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোসাঃ শুকরিয়া পারভীন
উপসচিব।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd